দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 03 MAY 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে

নৈতিক অবক্ষয় ও আমাদের শিক্ষার্থী

কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা অনেক বেশী কল্যাণধর্মী এবং গঠনমূলক কার্যকলাপ সৎ ও সহনশীল সংলাপ আশা করি। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, দারিদ্র্য, অপরিণামদর্শী প্রেম এবং অসুস্থ পরিবেশের দরুন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এক ধরনের অবক্ষয়জনিত রোগে ভুগছেন। এ রোগ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। এদেশের প্রধান চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে এক অস্থির এবং অনাকাঙ্ক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করছে। যা কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না।

এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস মুখরিত থাকে অশ্রাব্য এবং অশ্লীল ভাষার ঝড়ে। এমনকি কোন অশালীন কাজকেও এখন খুব স্বাভাবিক চোখে দেখা হয়; যেন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অশালীনতার ক্রমবিকাশ ঘটবে এটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে বেরিয়ে আসা এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা সুদৃষ্টিতে এবং সুশৃঙ্খল অবস্থানে দেখতে চাই। আমরা চাই উপযুক্ত পরিবেশে যথার্থ সময়ে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কোর্স শেষ করে বেরিয়ে আসুক। কিন্তু এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরও যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়জনিত প্রতিটি হতাশায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আক্রান্ত। এ অবস্থা কখনোই একটি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের সোনার সন্তানরা এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। কাজেই এখনও সময় আছে এদের সারিয়ে তুলবার। কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞান আহরণ করে নয়, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ ও জাতির কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে প্রকৃত মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসুক এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

—ফারহানা ইসলাম (জয়া)